সংবাদ

তারিখ 5 AUG 2013
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

ফল বিপর্যয় হয়নি, শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করুন

গত শনিবার উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। পাসের হার ৭৪ দশমিক ৩ শতাংশ। শিক্ষামন্ত্রী এবং ৮টি শিক্ষা বোর্ডের সংশ্লিষ্ট মহল বিগত বছরের তুলনায় ঘোষিত এই ফলাফলকে অবনতি বলে চিহ্নিত করেছেন। সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী ফলাফলের এই অবনতির জন্য বিরোধীদলের ডাকা সহিংস হরতালকে দায়ী করেছেন। এমনকি প্রধানমন্ত্রীও একই কথা বলেছেন। আমরা শিক্ষামন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য সমর্থন করতে পারলাম না। প্রথমত বিপর্যয় বলতে বোঝায় এইচএসসি পরীক্ষার ফলে সেরকম কিছু ঘটেনি। পাসের হার কমেছে। তার জন্য জামায়াত-শিবিরের সন্ত্রাস ও সহিংসতা হরতালকে শুধু দায়ী করলে প্রকৃত কারণগুলো আড়ালে থেকে যাবে।

এবার ৮টি সাধারণ বোর্ডের অধীনে এইচএসসি, মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে আলিম ও কারিগরি বোর্ডের অধীনে এইচএসসি ভোকেশনাল ও বিজনেস ম্যানেজমেন্ট এবং ডিআইবিএসে মোট ১০ লাখ ২ হাজার ৪৯৬ জন পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ৭ লাখ ৪৪ হাজার ৮৯১ জন। সার্বিক গড় পাসের হার ৭৪ দশমিক ৩ শতাংশ।

২০০৯ থেকে ২০১২ পর্যন্ত টানা চার বছর এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফলাফলে পাসের হার ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এ বছর পাসের হার গত বছরের তুলনায় ৫ দশমিক ৩৭ শতাংশ কমে যাওয়াকেই সংশ্লিষ্ট মহল অবনতি বলছেন। এবার জিপিএ-৫ পাওয়ার সংখ্যাও কম হয়েছে।

পাসের হারের বৃদ্ধিই শিক্ষাক্ষেত্রে সাফল্য এ ধারণাটি কতখানি বাস্তব সে প্রশ্ন কিন্তু যৌক্তিক। আসলে পাসের হার বৃদ্ধির চেয়ে শিক্ষার গুণগত মান বেড়েছে কি না সেটাই আসল প্রশ্ন। নির্দেশ দিয়ে পরীক্ষার উত্তরপত্র একেবারে শিথিলভাবে পরীক্ষা করিয়ে শতভাগ সাফল্যই সরকার দেখাতে পারত। সেই সাফল্য প্রকৃত অর্থে কতখানি সফল সেটাও বিবেচনার দাবি রাখে। সাফল্যের প্রকৃত প্রমাণ হয় শিক্ষার্থীদের পরবর্তী জীবনে। যখন তারা আরও উচ্চশিক্ষায় সাধারণ, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজগুলোতে ভর্তি হতে যায় তখনই তাদের অধিক জ্ঞানের সক্ষমতার প্রমাণ মেলে। এই চিত্রটি আমাদের খুব সুখকর নয়। সুতরাং ৭৪ শতাংশ সাফল্যকে আমরা ফল বিপর্যয় বা অবনতি বলতে রাজি নই। লেখাপড়ার মান ও সাফল্য রাজনৈতিক হাতিয়ারে ব্যবহৃত হওয়া কাম্য নয়।

আমরাও মনে করি, মাত্র একটি পরীক্ষা বাদে এইচএসসির সব পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের দিতে হয়েছে হরতালের মধ্যে। এতে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মানসিক চাপ, উৎকণ্ঠা অবশ্যই পরীক্ষায় নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। বিশেষ করে হরতালের কারণে বারবার পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন এবং পরীক্ষার বিষয়ে পরিবর্তনে শিক্ষার্থীরা মানসিকভাবেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। যা নিঃসন্দেহে তাদের প্রস্তুতিতে বিঘ্ন ঘটিয়েছে। রাজনীতির নামে বিরোধীদলের এই কাণ্ডজ্ঞানহীন হরতাল ডাকাকে কোন মতেই স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয়া যায় না।

তবে এই ফলাফলের জন্য হরতালকে একমাত্র দাবি করাকে একপেশে সিদ্ধান্তই বলা যায়। যা শিক্ষা মন্ত্রণালয় করেছে। আরও কিছু কারণ তারা এড়িয়ে গেছে যার দায়-দায়িত্ব তাদের ওপরই বর্তায়।

বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগের দুটি করে চারটি বিষয়ে এবার প্রথমবারের মতো সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষা হওয়ার কারণে পরীক্ষার্থীরা ভালো চর্চা করতে পারেনি। ২০০৯ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত টানা পাসের হার বৃদ্ধির পর এবারের ফল খারাপ হওয়ার কারণ হিসেবে এ বিষয়টিকেই সামনে নিয়ে আসছেন শিক্ষকরা। মোট কথা প্রশ্নপত্র প্রণয়নে কোন সমন্বয় ছিল না। রসায়ন পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীরা খারাপ করেছে। আবার বাংলা পরীক্ষায়ও খারাপ করেছে। সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন এবং এ বিষয়ে পাঠদানে সক্ষমতা আনতে শিক্ষকদের মাত্র তিন দিন প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। তাও আবার উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারেনি। যেখানে মাধ্যমিক স্তরে এ বিষয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল মাসাধিককাল।

তাছাড়া আমাদের একটি পর্যবেক্ষণ হলো, কলেজে ভর্তি হতে যত তোড়জোড় চলে, এরপর হাতেগোনা কয়েকটি কলেজ বাদ দিলে সিংহভাগ কলেজে বছরব্যাপী ছাত্রছাত্রীদের ক্লাসে উপস্থিতি করুণভাবে কমে যায়। ২০ শতাংশও ছাত্রছাত্রী ক্লাস করে না। বিজ্ঞান বিভাগের চিত্র আরও করুণ। সারা বছরই এরা বাইরের প্রাইভেট ও কোচিং সেন্টারে যায়। এর জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও মাউশির কোন মনিটরিং ব্যবস্থাও নেই। আজ পর্যন্ত মন্ত্রণালয় কোচিং সেন্টারগুলো সম্পর্কে কোন দৃঢ় সিদ্ধান্ত ও উদ্যোগ নিতে পারেনি। অদক্ষ বেকার যুবকদের দ্বারা পরিচালিত এই কোচিং সেন্টারই ফল বিপর্যয় ও শিক্ষার মান নামিয়ে আনার জন্য দায়ী। কোচিং ব্যবসা রমরমাই রয়েছে। গোটা বিষয়টি নিয়েই শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এখনই ভাবতে হবে।